শালবনীর কারখানায় তৈরি সিমেন্ট রাজ্যের বাজারে আনল জেএসডব্লু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: পূর্ব ভারতে সিমেন্ট ব্যাবসায় পা রাখল জেএসডব্লু। সংস্থার এমডি পার্থ জিন্দাল বুধবার বলেন, শালবনীর প্ল্যান্টে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নতমানের সিমেন্ট তৈরি করা হচ্ছে। আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড এবং বিহারে জেএসডব্লু সিমেন্ট উৎপাদন শুরু করবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। তিনি জানান, কেবল পূর্ব ভারতের জন্য তিন মিলিয়ন মেট্রিক টন উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনীতে জেএসডব্লু সিমেন্ট কারখানার উদ্বোধন করেন। এদিন কলকাতার এক অভিজাত হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে এই সিমেন্ট বাজারে আনল সংস্থা। সংস্থার অন্যতম শীর্ষ কর্তা পার্থ জিন্দালের দাবি, প্রিমিয়াম পোর্টল্যান্ড স্লাগ সিমেন্ট (পিএসসি) গ্রেড পর্যায়ের এই সিমেন্ট নির্মাণের কাজে দীর্ঘমেয়াদি মজবুতি দেবে।

প্রসঙ্গত, ২০০৮ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য শালবনীতে জিন্দালদের কারখানার শিলান্যাস করেন। যদিও সেই সময় সেখানে ইস্পাত কারখানা হওয়ার কথা ছিল। তবে বিশ্ববাজারে মন্দা এবং পরিকাঠামোগত কিছু সমস্যার কারণে তাদের ইস্পাত প্রকল্প বন্ধ হয়ে যায়। ওই শিল্পের জন্য প্রায় চার হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। যার জেরে বহু মানুষ জমিহারা হন। এপ্রসঙ্গে এদিন পার্থ জিন্দাল বলেন, ওখানে ৪৮৮টি পরিবার জমিহারা হয়েছিল। আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, শালবনীতে ইস্পাত কারখানা হলে প্রত্যেক পরিবারের একজন সদস্যকে চাকরি দেওয়া হবে। কিন্তু সেই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়নি। আমরা তা সত্ত্বেও এই সিমেন্ট কারখানায় ১৫৫ জনকে চাকরি দিয়েছি। পরবর্তীকালে আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে শালবনীতে রংয়ের কারখানা, স্টিল কোটিং শিল্প এবং কৃষিজাত প্রকল্প করার। তা রূপায়িত হলে আরও ১৫০ জনের চাকরি হবে। যদিও তা কবে হবে, তার কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা বলতে পারেননি তিনি।

পার্থ জিন্দাল আরও বলেন, আমাদের সম্প্রসারণ পরিকল্পনা কার্যকর হলে ১,৫০০ একর জমি কাজে লাগাতে পারব। বাকি ২,৫০০ একর জমি উদ্বৃত্ত হবে বলেও জানান তিনি। রাজ্য সরকারকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, সংশ্লিষ্ট জমি ফিরিয়ে নিতে। পার্থ জিন্দালের দাবি, তাতে রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় বাসিন্দারা রাজি নয়। বরং সেখানে নতুন বিনিয়োগে আগ্রহী রাজ্য সরকার। সেই সূত্রে বাকি ২,৫০০ একর জমিতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক গড়ার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও জানান জিন্দাল কর্তারা। যেখানে দেশ-বিদেশের লগ্নি টানার চেষ্টা করা হবে।